ICBM
International Centre for Bengali Music
আন্তর্জাতিক বাংলা সঙ্গীত কেন্দ্র

নজরুল রচিত লেটোগানে তৎকালীন সামাজিক চিত্র

বাবুল হোসাইন

সাধারণতঃ মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রকাশ ঘটে কৈশোরে অর্থাৎ তের থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে, কিন্তু আমরা দেখি যে সৃষ্টিশীল কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃজনশীলতা আর মহান প্রতিভার স্ফুরন ঘটেছিল শৈশবেই মাত্র দশ-বারো-বছর বয়সে লেটো গানের মধ্য দিয়ে । অর্থাৎ লেটোগানের মধ্য দিয়েই তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রকাশ ঘটে বা দৃষ্টিভঙ্গি ও চৈতন্যশক্তির রূপ প্রকাশ ঘটে। একটা সমাজের সার্বিক অবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন তথা মানুষের জীবন ধারার যে শ্রেণী চেতনা রয়েছে, নজরুল রচিত গত শতাব্দীর লেটো গান গুলোর মধ্য দিয়ে আমরা সেই শ্রেণি চেতনার প্রতিফলন পেয়েছি।

একটি দেশ বা অঞ্চলের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতি-নীতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সমাজের সার্বিক প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হয় লোক সংস্কৃতির মধ্যে। সমাজ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা, লোকজ আচার অনুষ্ঠান উপকথা, রূপকথা, প্রেম-ভালবাসা, হাস্যরস প্রভৃতি হলো লোক সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার উপকরণের মূল আধার। কীর্তন, বাউল, কবিগান, বিবিধ মঙ্গল গীত, পাচাঁলী, চর্যাপদ ঢঙ্গের সহজিয়া তত্ত্বগান, মুর্শিদি গান, বিবিধ পীরের গান, পটগীত, কৃষ্ণযাত্রা, ইমাম যাত্রা, তরজা গান, ভাসান যাত্রা, বেহুলার গান ইত্যাদি লোক সংস্কৃতির এ সমস্ত ধারার সাথে যুক্ত হয়েছিল নতুন ধারার এক বিনোদন উপকরণ; লেটোগান। লেটোগান তাই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা গুলোর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ একটি ধারা।

লেটোগান ছিল গীত-নৃত্য আর অভিনয়ের মাধ্যমে নাটকীয় ভঙ্গিতে উপস্থাপিত এক ধরনের পালাগান। হাসি-আনন্দ, তত্ত্ব ও তথ্যে ভরা প্রধান দুই দলের প্রতিযোগীতা মূলক মনোভাব নিয়ে পরিবেশনার জন্য লেটোগান খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অনেকটা কবিগানের আঙ্গিকে তা পরিবেশিত হতো। ছন্দে ছন্দে কথা বলার সাথে শরীরের অঙ্গীভঙ্গিতে নাচের এবং কথার সাথে সুর দিয়ে নানান বিষয়ের অবতারণা করা হতো এই গানে।

সমাজ সম্পর্কে নজরুলের জানা বোঝার এবং চিন্তা করার একটা বড় মাধ্যম হয়ে উঠেছিল এই লেটোগান। লেটোর দলে মিশে তিনি সম্পূর্ণ এক নতুন জগৎ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে লেটোর দলের জন্য গান ও পালা রচনা শুরু করেন, মুখে মুখে কথার পিঠে কথা বসানো আর ছন্দ ও সুরে সুরে কথা বলার মধ্য দিয়ে জানা শুনা হয় সমাজের মানুষ সম্পর্কে। এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিয়ম কানুন জানা হয়ে যার তাঁর, নিজের অগোচরেই তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে একটা পূর্ণ ধারণা জন্ম নিয়েছিল।

যার ফলে তাঁর লেটো গান গুলোতে আর্থ- সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকায় চাওয়া পাওয়ার আনন্দ বেদনা, ঘাত-প্রতিঘাত, সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলির সংমিশ্রনে একটা স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি গড়ে উঠেছিল। লোকায়ত সমাজ জীবনের একটা কল্পিত রূপ তিনি লেটো গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এভাবেই কখনো কথায় কখনো সুরে, কখনো নাচের আর তালের ভঙ্গিতে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হতো লেটোর বিভিন্ন ধারার গানে। যার ফলে সমাজের সার্বিক অবস্থার একটা বাস্তব চিত্র ফুটে উঠতো নজরুল রচিত এ সমস্ড় লেটো গানে। নজরুলের এই লেটো গান গুলো তাঁর সৃজনশীল সৃষ্টি কর্মের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

There is a proverb in English, "morning shows the day". This proverb symbolizes the tinder age of kazi Nazrul Islam. Spontaneous thoughts to see things in creative way showed up in Kazi Nazrul Islam from the age of seven. From his early childhood he composed Leto song, where he showed his fluent consciousness on social system. In this article writer tried to explore the regarding social system through the Leto compositions of Kazi Nazrul Islam. In his tender age Nazrul was called 'Dukhu Mia' by the people of his surroundings because of endless sufferings he faced. In this article writer discussed about the social system back in Churulia. This article started discussing with musical form called 'Leto', where young kazi Nazrul Islam expressed his thoughts and feelings on different social rituals through his lyric and tune. Writer believes this article will help researchers for doing further research, and this process of research will reveal more significant aspects on Kazi Nazrul Islam's creation.

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অসাধারণ শক্তিধর, যুগপ্রবর্তক কবি ও সংগীতজ্ঞ কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ; তাঁর সৃজনশীলতা আর মহান প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল ছোটবেলাতেই যখন বয়স ছিল মাত্র ৯ কি ১০ বছর। ৮ বছর বয়সী পিতৃহারা নজরুল বছর খানেকের মধ্যে লেটো গানের দলে যোগ দিয়েছিলেন। বলা যায়, এই লেটো গানের মধ্য দিয়েই তাঁর সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রকাশ ঘটে বা দৃষ্টিভঙ্গি ও চৈতন্যশক্তির রূপ প্রকাশ ঘটে।

সাধারণত মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ ঘটে কৈশোরে অর্থাৎ তের থেকে উনিশ বছর বয়সের মধ্যে, কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীলতার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল শৈশবেই মাত্র দশ-বার বছর বয়সে লেটো গানের মধ্য দিয়ে। স্বভাবতই একজন লেখক যে সমাজে বাস করে, তাঁর লেখায়, চিন্তা ও চেতনায় স্বীয় সমাজ ও শ্রেণির প্রভাব থাকে। এ কথার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, একটা সমাজের সার্বিক অবস্থা,

আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন তথা মানুষের জীবন ধারায় একটা শ্রেণি চেতনা তৈরি হয়। সেই শ্রেণি চেতনার প্রতিফলন নজরুলের কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে এমনকি তাঁর জীবনাচরণেও পাওয়া যায়। যেমনটি পাওয়া যায় নজরুল রচিত গত শতাব্দীর লেটো গানে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় হলো নজরুলের লেটো গানে তৎকালীন সামাজিক চিত্র কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে বিশদ আলোচানার পূর্বে লেটো গান এবং তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিকতা আনা হলো:

একটি দেশ বা অঞ্চলের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতি-নীতি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, তথা সমাজের সার্বিক প্রতিচ্ছবি রূপায়িত হয় লোকসংস্কৃতির মধ্যে। গ্রামজাত সভ্যতা থেকে উৎসারিত ব্যষ্টিক বা সামষ্টিক এর দ্বারা সৃষ্ট অকৃত্রিম হৃদয়ের প্রকাশশৈলী, যা নিতান্তই সমাজের সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরে। আজ থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে সমাজের এই শ্রেণির মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন ধারার উপকরণ বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে কীর্ত্তন, বাউল, বিবিধ মঙ্গল গীত ও অন্যান্য রসগীত; অনেকে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলগীত করতো, আবার রামায়ণ, বাদাই সহ শিব গাজনে সং সেজে হাস্যরসের অবতারণা করতো। কেউ গাইতো পাঁচালী, কেউ গাইতো চর্যাপদ ঢঙ্গের সহজিয়া তত্ত্বগান এবং কেউ কেউ গৌতমবুদ্ধের জীবনীমূলক 'বুদ্ধনাট' ইত্যাদি করতো। মুসলিম সমাজে চলতো সত্যপীরের গান, একদিল গান, মানিক পীরের গান, গাজীপীরের গান, ফকিরী গান, মুশকিল আসান গান, ইমামের পাঁচালী, মুর্শিদি গান ও ইমাম যাত্রা ইত্যাদি। তাছাড়া পটুয়া সম্প্রদায় লাটাই পট এঁকে সেই পটের গীত সুর করে গেয়ে ভিক্ষা করতো। তৎকালীন সমাজের 'কৃষ্ণযাত্রা' আর 'ইমামযাত্রা'র প্রচলন ছিল দুটো প্রতিবেশী সমাজের যার অনেকটাই একই ধাঁচের। নবান্ন উৎসব, গ্রাম্যমেলা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে কবি ও তরজা গান হতো। ভাসান যাত্রা, বেহুলার ভাসান গান বা বেহুলার গানও বেশ জনপ্রিয় ছিল। লোকসংস্কৃতির উপরোক্ত সকল ধারার উপকরণের মূল আঁধার হলো সমাজ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনা, লোকজ আচার অনুষ্ঠান, উপকথা, প্রেম-ভালবাসা, রূপকথা, হাস্যরস প্রভৃতি। প্রতিবেশী সমাজে ও মুসলিম সমাজে এই সব নাচ-গান-নাট ইত্যাদি ধর্মের ফ্রেমে বাঁধা থাকলেও ক্রমেই পুরাতন আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে নতুন রূপে, রঙ্গে-রসে-ঢঙ্গে এক নতুন নাট গীতের সূচনা হল, যার নাম নেটো বা লেটো গান।

" 'লেটো গান' রাঢ় বাংলার কয়েকটি জেলায় প্রচলিত একজাতীয় লোকসংস্কৃতি, কথকতা-পাঁচালী যাত্রা ভাদু-ঘাটু প্রভৃতির সহযাত্রী। লেটোগান এক জাতীয় নৃত্য অভিনয় গীতবহুল পালা গান, যাতে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে উৎকর্ষ বিচারের রীতিটি কবি আখড়াই যুগের স্মারক মাত্র। লেটো গানে সমকালীন ঘটনা ও ইতহাস পুরাণ সবেরই সহাবস্থান।"[১]

'লেটো' গানকে লেটো 'নাচও' বলা হতো। অনেকটা কবিগানের আঙ্গিকে তা পরিবেশিত হতো। আসানসোল রাণীগঞ্জ তথা কয়লাকুঠির দেশে এর বিশেষ প্রচলন ছিল। লেটো গানে নাচ ও গান একই সঙ্গে হতো। ছন্দে ছন্দে কথা বলার সাথে শরীরের অঙ্গভঙ্গিতে নাচের ঢঙ্গ আর কথার সাথে সুর জুড়ে নানা বিষয়ের অবতারণা করা হতো এই লেটো গানে। একটা গল্প বলা হতো গানে গানে, নেচে নেচে আর অভিনয় করে করে। একটা আসরে দুটো দল থাকতো। একে অন্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে শুরু হতো নাচ গান আর কথার লড়াই। কবি গান তরজা আর যাত্রা গানের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই কবি গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তৎকালীন গ্রাম্য রসিক মানুষদের কাছে।

"অঙ্গভঙ্গি করে 'নাচ-গান-নাট' ইত্যাদি বলা হতো 'নাট-গীত'। ঋকবেদে এর বীজ আছে। প্রাচীনকালে 'নাটগীত' যাদের পেশা ছিল, তাদের বলা হলো 'নাটুয়া' 'নট' ইত্যাদি। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে এবং প্রাচীন বাংলা নাটগীতের উল্লেখ আছে। গ্রাম্যজনের মুখে, গ্রাম্যছড়ার প্রবাদ প্রবচন ও গ্রাম্য মেয়েলী গীতে 'নট', 'নেটে', 'নটী' ও 'নাটুয়া' ইত্যাদির উল্লেখ আছে। যারা এই শ্রেণির নাচ-গান-নাট করতো, তাদের বলা হতো 'নট' বা 'নাটুয়া' ইত্যাদি। এই শ্রেণির গানকে গ্রাম্যলোকে বলতো 'নাটুয়াদের গান'। পরে নাটুয়া গান আরও পরে নাটয়া গান নেটুয়া গান নেটু গান নেট গান লেটো গান। এই ভাবে এর নাম হয়ে গেল নেটো বা লেটো গান।"[২]

সেকালে গ্রামাঞ্চলে লোকে অবসর সময় কাঁটাতো যাত্রা, পাঁচালী আর কবিগান শুনে। যাত্রা, কবিগান, নয়তো ঝুমুর নাচ প্রভৃতির আসর বসতো প্রায় প্রতি রাতেই, আজ এ পাড়ায় তো কাল অন্য পাড়ায়। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রাতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান করতে-করতে, নিজের সমাজকে দেখতে দেখতে জানতে জানতে নজরুল বড় হতে থাকে। নজরুলের চাচা বজলে করীম ছিলেন রসিক মানুষ। তাঁর একটি লেটোগানের দল ছিল। তিনি অবশ্য উর্দু, ফার্সি ও বাংলায় দক্ষ ছিলেন। কাব্যরসিক এই ব্যক্তিই নজরুলের মনে মিশ্র ভাষা আর পদ্য রচনার বীজ বুনে দিলেন উভয়ের অলক্ষেই। আরবি, ফার্সি, বাংলা, ইংরেজি মিশিয়ে শুরু হলো মুখে মুখে পদ্য বানানো, যার হাতেখড়ি ঘটলো চাচা ফজলে করীমের কাছে।

তৎকালীন সমাজে গ্রামে গঞ্জে শহরে পুঁথি পড়া আর শোনার খুব প্রচলন ছিল। শৈশবে নজরুলের এই পুঁথি শোনার সাথে পরিচিতি ঘটে। সেকালে চুরুলিয়া ও তার আশপাশের গ্রাম গুলোতে দু-তিনটে নামকরা লেটোর দল ছিল। বাল্য ও শৈশব জীবনে অনেক রাতই নজরুল এই সব লেটো,কবি ও তরজা গানের মধ্য দিয়ে পাড় করেছেন। আসরে বসে গান শুনতে শুনতে, নাচ অভিনয় দেখতে দেখতে আনন্দে মন ভরে গেছে তাঁর। ছেলে খেলার মতই মুখে মুখে গান আর ছড়া বানানোর প্রচেষ্টা করেন তিনি। সে সময় যারা মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারতো গান বাঁধতে পারতো, তাদের খুব কদর ছিল, গর্বের ধন ছিল তারা। কিশোর নজরুলের মধ্যে এ গুণটি প্রতিভাত হয়। মুখে মুখে কথার পিঠে

কথা বসানো, আর ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে কথা বলা এ যেন তাঁর সহজাত প্রকৃতি। যার ফলে খুব সহজেই নজরুলের উপর নজর পড়ল সবার। নিমশাহ, চুরুলিয়া আর রাখাখুড়া এ তিন দলেই তাঁর কদর বাড়তে থাকে। সমাজ সম্পর্কে জানা বোঝার এবং চিন্তা করার একটা বড় মাধ্যম হয়ে গেলো তাঁর এই লেটো গান। লেটো দলে মিশে সম্পূর্ণ নতুন জগৎ আবিষ্কার করলেন তিনি। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়ে আসরে বসতো। বিভিন্ন গ্রামে, বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে লেটোর দলের জন্য গান ও পালা রচনা করতে থাকেন তিনি। এভাবেই জানাশুনা হয় সমাজের মানুষ সম্পর্কে। হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের নিয়ম কানুন জানা হয়ে যায়, নিজের অগোচরেই তৎকালীন সমাজ সম্পর্কে একটা পূর্ণ ধারণা জন্ম নেয়, অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে। আর তাইতো তাঁর রচিত লেটো গানে সামাজিক বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে যথার্থ ভাবে।

"সাধারণত অঘ্রাণের শেষ দিকে লেটোর দল অঞ্চল পরিক্রমায় বেরোত, কারণ গাঁয়ে গঞ্জে নানাস্থানে এই সময় থেকেই উৎসব ও মেলা বসে। একবার বেরিয়ে দীর্ঘ সময় পর পর নানা অনুষ্ঠান করে দলটি ফিরে আসতো। তারই মধ্যে দু'এক দিনের ভিতরই পালা রচনা ও পরিবেশনের দায়িত্ব দ্রুত সম্পন্ন করতে হতো।প্রতি দলেই নিজস্ব পালাকার বা বাঁধনদার থাকতো । সম্ভবত এই প্রত্যুৎপন্নমতি প্রতিভার কারণেই লেটোর দলে নজরুলের কদর বেড়েছিল ও তাঁর পালাগুলি এই ভাবেই রচিত হয়েছিল। নজরুলের রচনা বলে যে কটি লেটো পালার পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে সেগুলি সবই হিন্দু-পুরাণ ও সংস্কৃতি বিষয়ক, যথা 'শকুনিবধ', 'মেঘনাদবধ', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো','চাষার সঙ', 'রাজপুত্র', 'ঠগপুরের সঙ্গ', 'আকবর বাদশা' ইত্যাদি।"[৩]

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'লেটো গান' লোকসংস্কৃতির এক অমূল্য রত্ন বিশেষ। তৎকালীন আর্থ সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় তাঁর শৈশব , বাল্য এবং কৈশর জীবন কেঁটেছে। লেটো দলে যোগ দিয়ে সামাজিক বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণার জন্মলাভ ঘটেছে। যার ফলে তার লেটো গানগুলোতে আর্থ-সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকায় চাওয়া পাওয়ার আনন্দ বেদনা, ঘাত প্রতিঘাত, সুবিধা- অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলি সাবলীল ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি দীর্ঘ কাহিনি মূলক ইসলামী গান, সং পালা এবং একমুখো কমিক ইত্যাদির বিষয়বস্তু আহরণ করেছেন ইসলামী কাহিনী, কেচ্ছা রূপকথা, গ্রাম্যঘটনা, গ্রাম্য সমাজ জীবনের কথা, ধর্মকথা, ইতিহাসের কাহিনী, রামায়ণ, মহাভারত, রাধা-কৃষ্ণলীলা, চন্ডীমঙ্গল প্রভৃতি থেকে। ইতিহাস ঐতিহ্য, সমসাময়িক বিষয় তথা দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক চিত্র তাঁর লেটো গানের মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। সহজাত আকর্ষণ বা জানার প্রবল আগ্রহ থেকেই তিনি সমাজের নানা বিষয়গুলোর সাথে পরিচিত হয়েছেন এ কথা নির্দিদ্বায় বলা চলে; আর সে সব বিষয় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে লেটো গানে উপস্থাপন করেছেন।

"বাংলা লোকনাট্যের ধারায়, দুখুমিয়া তাঁর প্রথম জীবনে, অভিনব এক নাট্য রীতির প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, যা ইতিপূর্বে ছিলো না। রাঢ়-বাংলায়, লেটো গানের প্রচলন হলে, প্রথমত দু'দলে চাপান উতোরে সং গুলি অভিনীত হতো। প্রথম দল, প্রথম রাতে, লেটো গানের আসরে, প্রথম নিত্যবহুল, বন্দনা গান [সখী সেজে],একক ও ডুয়েট গান, সংলাপযুক্ত গান করতো, তারপর অভিনীত হোতো চাপানমূলক সং আর একমুখো কমিক এবং সর্বশেষে এক আসর চাপানমূলক কবি গান। দ্বিতীয় রাতে দ্বিতীয় দল উঠতো একই ভাবে লেটোর আসরে গান গেয়ে অভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে চাপান সং এর উতোর সং গাইতো। লেটো গানের প্রাথমিক স্তরে এই ছিল গাওন রীতি।"[৪]

একটা বিশেষ ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন বিষয়ের চিত্র পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত হতো। আসর বন্দনা গান দিয়ে লেটোর আসর শুরু হতো। এই গানের মধ্যে প্রথমে সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা করা হয়। সমাজে ধর্মের শ্রেণিভেদ থাকলেও এই লেটো গানে সকল ধর্মের প্রতি সম্মান আর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতো। পীর, দেবতা, সরস্বতী আর সকল গুরুর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস থাকায় সকল ধর্মের লোকজনের কাছেই লেটো গান গ্রহণযোগ্য আর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তৎকালীন সময়ে রাঢ় বাংলায় বিভিন্ন মুসলিম গ্রামে বিশেষ করে সুন্নী সম্প্রদায়ের হানাফী মাজহাবভুক্ত মুসলিমদের মধ্যে শব-ই-কদর, শব-ই-বরাত ইত্যাদি মহামান্বিত রাতে 'মিলাদ মাহফিলে' হতো। জানা যায়, নজরুল কিশোর বয়স থেকেই বিভিন্ন মাহফিলে অংশ গ্রহণ করতেন, যার ফলে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জানার পরিধি বাড়ে আর এর প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর রচিত লেটো গান গুলোতে। লেটো গানের মধ্যে ইসলামী ভাব ধারাপুষ্ট অনেক গান রয়েছে। ইসলামের বিশ্বাস এবং সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস করে তাঁর নিকট প্রার্থনা, নিজেকে গুনাহগার বান্দা বলে পরম করুণময়ের কাছে আকুতি মিনতি, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের জন্য তার প্রশংসা জ্ঞাপন করে ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়। ইসলামী ভাবধারায় রচিত বিভিন্ন লেটো গানে অধ্যাত্মবাদের বিষয়টিও ফুটে ওঠে। দাঁড়ী, মাঝি, তরী, হাল, পার করা ইত্যাদি নানা বিষয় রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইসলামের সর্বশেষ নবী হযরত মুহম্মদ (সা.) এর বাল্য ও কৈশোর জীবনের কাহিনীর বর্ণনা, মা আমিনা এবং দুধমাতা হালিমার কথা, নবীজীর আগমনের কথা, নবী করীম (সা.) এর গুণ ও প্রশংসা জ্ঞাপন ইত্যাদি বিষয়ও লেটো গানে ফুটে ওঠে। আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালবাসার কথাটি ব্যক্ত করতে নজরুল বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করেছেন। প্রিয় নবীকরীম (সা.) এর কন্যা ফাতেমা (রা.) ও দুই নাতনী হাসান ও হোসেনের কথাও লেটো গানে বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল স্তম্ভের কথা ও এগুলোর গুরুত্বের কথাও বর্ণিত হয়েছে। কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাতের কথা যেমন গুরুত্ব লাভ করেছে তেমনি সঠিক পন্থায় ইবাদত না করার কুফলও বর্ণিত হয়েছে। এই লেটো গানের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় জীবন যাপনের নানা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পাওয়া যায় কারাবালার হৃদয়বিদারক কাহিনী। হজরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর কেরামতি, হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর পুত্র কোরবানী, তাছাড়া হরিণনামা

(ছোট ও বড়) ও মুনসুরনামা ইত্যাদি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। এসমস্ত ইসলামী ভাবধারার বিষয়গুলো তিনি চমৎকার ভাবে লেটো গানে ব্যবহার করেছেন।

রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র, বানর রাজকুমার, অন্ধরাজা, চার প্রশ্ন, কাজীর বিচার, রাজপুত্রের নীতি শিক্ষা, দস্যু বাহারাম, কমলা উদ্ধার, রাধা বিনোদ, ঠকপুরের ঠক ও রাজকন্যার মর্তে আগমন ইত্যাদি কেচ্ছা রূপকথাগুলি রাঢ় বাংলায় তৎকালীন সময় বহুল প্রচলিত ছিল। নজরুল এসব কেচ্ছা কাহিনী ও রূপকথার নানা বিষয় লেটো গানে যুক্ত করেছেন। যেমন– রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র চাপান মূলক গানে আছে স্বরাজ্যে ফিরার বাসনা, মন্ত্রীপুত্রের সাথে প্রতিজ্ঞা, দেশা-দেশান্তরে ঘুরার অভিজ্ঞতা, অশ্বপদ, সিংহদ্বার প্রভৃতি ঐতিহাসিক ভাবমূর্তি। তাছাড়া এসমস্ত কেচ্ছা-রূপকথা, গ্রাম্যঘটনা, গ্রাম্য সমাজ জীবন কথা প্রভৃতিতে মিশ্রণ ঘটেছে নানা ধর্মকথা। যেমন– 'এক যুবতীকে দুইজন যুবক বৌ-বলে দাবী করেছে, সে যাবে কার কাছে, দস্যু বাহারাম ও রাজা জয়চাঁনের ধর্ম পরীক্ষা ইত্যাদি। অধিকাংশ কাহিনীর বিষয় তৎকালীন রাঢ় বাংলার কথক ও মহিলা কথকদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। নজরুল রচিত লেটো গান গুলোতে গ্রামে বসবাসরত মানুষের নিত্ত-নৈমিত্তিক ঘটে যাওয়া কাহিনী গুলোও স্থান পেয়েছে। গ্রাম্য-ঘটনা, সমাজ জীবনের কথা প্রভৃতি বিষয়। যেমন- স্বামী ও স্ত্রীর ঝগড়া, বাবলুর মা বা স্বামীর অভিশাপ, পুরুষ প্রকৃতি, সুদখোর ব্রজেন মুখার্জি, বিদ্যা ভুতুম, হারাধনের বিয়ে, বুড়ো জমিদার, বৌ এর বিয়ে, মুশকিল আসান, বনের মেয়ে পাখী, বনের পাপিয়া, জেলে জেলেনি, জামাই ষষ্ঠী, তিন ফকির দুই রুটি ইত্যাদি। লেটোর আসরের এই শিরোনাম গুলো দেখলেই বোঝা যায় কত সামাজিকতা আর বাস্তবিকতা মিলে সমাজের বাস্তব চিত্রটি কিভাবে ফুটে ওঠে।

বাছুরীর খোঁজে, কলঙ্গ ভঞ্জন ও কংস বধ ইত্যাদি রচনায় রাধা কৃষ্ণ বিষয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন কলঙ্ক ভঞ্জন সংটি রাধা কৃষ্ণ লীলার অন্যতম কাহিনী। আসরে সং শুরু হলে পরে, নাচে গানের মান অভিমানের এবং হাস্যরসের অভিনয় হতো। শ্রীকৃষ্ণের অসুখ, বিচলিত পিতা নন্দরাজ, মা যশোদা কবিরাজ এসছে অসুস্থ শ্রীকৃষ্ণকে নাড়ী টিপে দেখে পরীক্ষা করছে। ওষুধের কথা বলতে গিয়ে কবিরাজ এক বিশেষ ওষুধের কথা বলে সং এর অভিনয় শেষ করা হয়। এর পর প্রতিপক্ষের কবির কাছে এর সঠিক উত্তরের জন্য উতোর চাওয়া হয়। এভাবে রাধা কৃষ্ণ বিষয়গুলো কাহিনীর সাথে মিশে যায়।

লেটোর প্রেম গান গুলোতে নিখুঁত ভাবে বিস্তারিত ভাব ব্যঞ্জনা ঘটে। যেমন একটি গানে সেয়ানা বিটি তথা প্রাপ্ত বয়স্ক রমণীর কিংবা একজন প্রেমিকার রূপ সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন এমনি ভাবে- একজন সুন্দরী রমণী তার মেঘবরণ কালো চুলে ঝুঁটি বেঁধেছে, তাতে সুগন্ধীযুক্ত তৈল (সুন্দা বাটা) দিয়ে চুলে কাঁটা পড়েছে এবং খোঁপায় বকুল ফুল পড়েছে। চোখে কাজল পরা, যার ভুরু ধনুকের মত, পাঁচ সিকে দামে মিষ্টি খিলি পান খেয়ে ঠোট রাঙ্গা করেছে। কপালে টিপ, নাকে নোলক, গলাতে হাঁসুলী হার, হাতে বাজু আর লাল কাঁচের চুরি, কপালে রূপের বিছে, কানে সোনার দুল, আলতা রাঙ্গা পায়ে আছে নূপুর, পাছা পাড় শাড়ির সাথে ওড়না পড়েছে এবং এই সাজে সে যমুনায় রাঙ্গা ফোটা ফুল তুলতে যাবে। একটি গানের মধ্যে একজন সুন্দরী রমণীর সাজের এই অপূর্ব কল্পনা সত্যিই অভূতপূর্ব।

লেটো গানে এমনি ভাবে তিনি প্রত্যেকটা বিষয়ই নিখুঁতভাবে চিত্রণ করেছেন। ডুয়েট গান গুলোতে ছেলে ও মেয়ে পারস্পরিক কথন সম্পন্ন করতো তালে সুরে, ছন্দে ও কথার মালা সাজিয়ে। লেটোর এক পর্যায়ে মানুষকে আনন্দ দিতে দেওরা ভাবীর গীত আর হাসির গান হতো। দেওরা ভাবীর গীতে দেওরা আর ভাবীর একটা মধুর সম্পর্কের চিত্র ফুটে উঠতো। এতে প্রথমে আলাদা আলাদা ভাবে গাইলেও শেষে একসাথে দুইজন গাইতো। আর হাসির গান গুলোতে মূলত অস্বাভাবিক এবং অসামঞ্জস্য উপমা ব্যবহার করা হতো। যার ফলে তা হাসির খোরাক হয়ে পড়তো। লেটোর মিশ্র জাতীয় গান গুলোতে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ থাকতো। বাংলা, ইংরেজি, আরবী, ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার সংমিশ্রণ। বর্ণনামূলক লেটোগানে সাধারণত কোন বিষয়কে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করা হয়। আদেশ উপদেশ এবং কি কি করণীয় বা কোন সমস্যার সমাধানের পথও প্রথম কবিয়াল উল্লেখ করেন, প্রতিপক্ষের গোদা কবিকে উতোর গান করে তাঁর সুষ্ঠু জবাব দিতে হয়। বর্ণনামূলক লেটো গানে সামাজিক মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেক নানা সমস্যার কথাও বর্ণিত হয়। সাধারণ শ্রোতাগণ তা থেকে অনেক সমস্যার সমাধানও পেয়ে থাকে। সংলাপ যুক্ত লেটো গানে দুইজনের কথোপকথন থাকে। তাতে কোন আবদার করে একজন, অপর জন সেই আবদার অযৌক্তিক কিংবা ভুল প্রমাণ করে দেয় বা ঐ আবদার রক্ষা করতে গেলে কি কি সমস্যা হতে পারে তার বিবরণও পাওয়া যায়। যেমন- স্বামী স্ত্রী নিয়ে সুখের সংসার। উভয়েই যুবক যুবতী। কিন্তু স্বামী হঠাৎ এক বিধবা যুবতীর প্রেমে পড়ে যায়া নানা ছুতোয়। প্রায়ই সে ঐ প্রেমিকের জ্বর না থাকাতেও গরমের দিনে গায়ে চাদর জড়িয়ে কবিরাজী বাড়ী যাওয়ার নাম করে প্রেমিকার সাথে দেখা করতে যায়। এ সমস্ত বিষয় সত্যিই নিতান্ত গ্রাম্য যুবক যুবতীর মনের আবেগ অনুভূতি গুলো প্রকাশ পায়। কবি নজরুল ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ড. রশিদুন নবীর সম্পাদনায় "নজরুল সংগীত সংগ্রহ" তে নজরুলের লেটো গান শিরোনামে ৩৩৭ টি গানের কথা জানা যায়। এ সমস্ত গানের কথাতেই তৎকালীন সমাজ জীবনের সার্বিক অবস্থার একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়। লেটো গানে তৎকালীন সামাজিক চিত্রের ধরণ ছিল নিম্নরূপ:

ক. লৌকিক ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, স্বদেশ প্রেম, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া, সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা; (রাজপুত্র-মন্ত্রীপুত্র)

খ. ধর্মের বিধান অনুযায়ী হজ্জ্ব সম্পাদন, নর-নারীর প্রেম-ভালাবাসা, সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা, সামাজিক নিয়ামানুযায়ী বিয়ে, কৌশলে কার্য সম্পাদন; (এক কন্যা তিন বর)।

গ. ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ, সৈন্য সামন্ত নিয়ে শিকার করতে যাওয়া, রমণীদের সাজের যত্ন, নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা ইত্যাদি (অন্ধ রাজা)।

ঘ. সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি বিশ্বাস করে আঁটকুড়ো রাজার মুখ না দেখা, ফকির বাবার চিকিৎসা, একজন রাজার ততোধিক বিয়ে করা ইত্যাদি (বানর রাজকুমার)।

ঙ. এক যুবতীর দুই স্বামী, ব্যঙ্গ রসাত্মক কাহিনী, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস করে ধর্মীয় কাজ সম্পাদন, আত্মিক ভালবাসার নির্দশন, (এক যুবতীকে দুই যুবক বৌ বলে দাবী করেছে, সে যাবে কার কাছে?) ।

চ. রাজসভায় পঞ্চঅপ্সরীর নৃত্য তাল ভঙ্গের কারণে দেবরাজের অভিশাপ, ভাল লাগা ভালবাসার হৃদয়ানুভূতি, শাপ মোচনে শাস্তি ভোগ, কর্মফল ভোগ (রাজা হরিশচন্দ্র) ইত্যাদি ।

এভাবে নজরুল রচিত লেটো গানগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক পটভূমিকার সংমিশ্রণে একটা স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠতো। দুই পক্ষের নাচ-গান আর প্রশ্নোত্তরে মনে হতো চোখের সামনে ঘটনাগুলো ঘটছে। লোকায়ত সমাজ জীবনের একটা কল্পিত রূপ তিনি লেটো গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এভাবেই কখনো কথায় কখনো সুরে, কখনো নাচের আর তালের ভঙ্গিতে বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হতো লেটোর বিভিন্ন ধারার গানে। যার ফলে সমাজের সার্বিক অবস্থার একটা বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠতো নজরুল রচিত এ সমস্ত লেটো গানে। নজরুলের প্রথম জীবনে রচিত এই লেটো গান গুলো তাঁর সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশ :

১. অরুণ কুমার বসু, নজরুল জীবনী (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, কলকাতা পুস্তকমালা, প্রকাশ: ২০০০), পৃ. ৬।
২. মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, দুখুমিয়ার লেটো গান (বিশ্বকোষ পরিষদ, নজরুল ফাউন্ডেশন, কলকাতা প্রকাশ: ৬ ডিসে ২০০৩), পৃ. ৬।
৩. অরুণ কুমার বসু, নজরুল জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।
৪. মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, দুখুমিয়ার লেটো গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।

সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন স্মারক গ্রন্থঃ ১৯৯৫; নজরুলের স্বরূপ সন্ধান জীবন, শেখ দরবার আলম।
২. 'নজরুল জীবনী' অরুণ কুমার বসু, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমী, ২০০০।
৩. নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ : সম্পদনা : ড. রশিদুন নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০১৫।
৪. নজরুল প্রতিভ া: মোবাশ্বের আলী, মুক্তধারা, ১৯৬৯ স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
৫. নজরুল ইসলাম–কিশোর জীবনী: হায়াৎ মামুদ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫।
৬. অন্দরের নজরুল বাইয়ের নজরুল: চিন্ময় চৌধুরী; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।